২০ ডিসেম্বর, ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

‘ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি সংক্রান্ত জাতিসংঘ নীতিমালা ও নির্দেশিকা’র বাস্তবায়নের দাবী জানাচ্ছে ব্লাস্ট

BLAST demands implementation of UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems

আজ ২০ শে ডিসেম্বর, ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি সংক্রান্ত জাতিসংঘ নীতিমালা ও নির্দেশিকার ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে আইনগত সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত জাতিসংঘ নীতিমালা ও নির্দেশিকার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবী জানাচ্ছে ব্লাস্ট। ১০ বছর আগে এই নীতিমালা ও নির্দেশিকা গ্রহণ করে জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ। এ নীতিমালা ও নির্দেশিকার আলোকে স্বচ্ছ, মানবিক ও কার্যকরী ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা এবং আইনের দৃষ্টিতে সমানাধিকার নিশ্চিত করা সকল রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য।

এ নীতিমালায় ফৌজদারী বিচার প্রক্রিয়ার সংস্পর্শে আসা সকল ব্যক্তির আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির সম-অধিকার ও বৈষম্যহীনতা, আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি নিশ্চিতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব, ফৌজদারী অপরাধে সন্দেহবশতঃ আটক বা অভিযুক্ত ব্যক্তির আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি, অপরাধের ভুক্তভোগী ব্যক্তি ও সাক্ষীর আইনগত সহায়তা সংক্রান্ত নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি উক্ত নীতিমালায় আইনগত সহায়তা প্রাপ্তির দ্রুত ও কার্যকরী পন্থা প্রণয়ন, আইনগত সহায়তা প্রাপ্তি ও অন্যান্য রক্ষাকবচ সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকার, শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থে আইনগত সহায়তা প্রদান, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে অংশিদারিত্ব গড়ে তোলার প্রতি জোর দেয়া হয়েছে। তাছাড়া প্যারালিগ্যালদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান, আইনগত সহায়তা প্রদানকারীর কাজের নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বিধিমালা প্রণয়ন, বেসরকারি আইনগত সহায়তা প্রদানকারী ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর সাথে অংশিদারিত্ব গঠন, আইনগত সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে জাতিসংঘের উক্ত নীতিমালা ও নির্দেশিকায়।

উক্ত নীতিমালা ও নির্দেশিকা বিবেচনায় বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই যে, বন্দিরা (আটক, গ্রেপ্তার, সন্দেহভাজন) ফৌজদারি মামলার প্রতিটি পর্যায়ে আইনগত সহায়তা পেতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোন অপরাধের সাজা মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করা না হলে শুধুমাত্র সে সকল ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র আইনজীবী নিয়োগ দিয়ে থাকে। কিন্তু এসকল আইনজীবী নিয়োগে অনুসরণীয় কোন মানদন্ড বা নীতিমালা নেই। জাতিসংঘের উক্ত নীতিমালা ও নির্দেশিকার আলোকে বাংলাদেশের ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়ায় সংস্পর্শে আসা সকল ব্যক্তিকে আইনগত সহায়তা প্রদানের জন্য আইনগত সহায়তা বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার সংস্কারের জোর দাবী জানাচ্ছে ব্লাস্ট ।

আরও তথ্যের জন্য:
communication@blast.org.bd